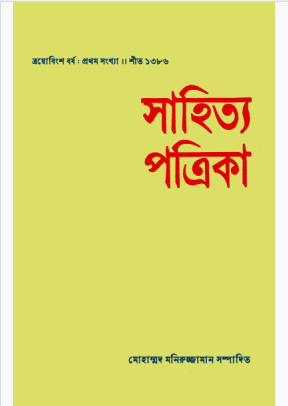

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী দীন মুহম্মদ
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.1
Pages	1-25
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব

কাজী দীন মুহম্মদ

ভূমিকা

একালের মানুষের সুবিন্যস্ত জ্ঞান-রাজ্যে ভাষা-বিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের নানা শাখার মতোই ভাষা-বিজ্ঞানের প্রভাবও আমাদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় ও অনস্বীকার্য উপাদান রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। বায়ুর উপাদান সম্বন্ধে কিছু না জেনেও যেমন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে থাকি, ঠিক তেমনি ভাষা-বিজ্ঞানের উপাদান সম্পর্কেও কিছু না জেনেই আমরা ভাষা ব্যবহার করে থাকি। অন্য কথায়, কিভাবে এবং কেমন করে ভাষা গঠিত হয় তা না জেনেই আমরা সাধারণ মানুষ ভাষা ব্যবহার করি। এ 'ইজম'-এর যুগে বিশেষ করে যখন বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে, একে অপরের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক সংহতি ও ঐক্যের প্রয়োজন খুব বেশী করে দেখা দিয়েছে, তখন বিজ্ঞানের এ বিশেষ শাখাটির প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখার একটি অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করব। মনে রাখতে হবে, বিষয়টি এতই জটিল আর ব্যাপক যে, কম কথায় সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠায় এর সম্যক ধারণার খসড়া দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। তবু পণ্ডিত ও সাধারণ পাঠকের উৎসাহ বর্ধনের জন্য যথাসম্ভব পাণ্ডিত্য বর্জিত সাধারণ লোকের মতো যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত আলোচনার চেষ্টা করব।

ভাষাতত্ত্বের প্রাচীনত্ব

ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আমাদের দেশে নতুন নয়। খ্রীস্টপূর্ব তিন-চার শতকের যাস্ক, পাণিনি প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানী বিবৃতিমূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম সূত্রপাত করেন। সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে কালাতুর গ্রামে পাণিনি বাস করতেন। তিনি আর তাঁর সহকর্মী ও উত্তরসূরীরা সে অঞ্চলের প্রচলিত প্রাচীন কথ্যআর্য ও সংস্কৃত ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁদের আলোচনার পদ্ধতি ও ধারা আজো বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আদর্শ স্থানীয় হয়ে রয়েছে। বর্তমান কালের ইয়োরোপ ও আমেরিকায় আধুনিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা তারই আদর্শে উন্নতির দিকে চলেছে। এত দীর্ঘকাল পরেও পাশ্চাত্যজগতে পাণিনির ব্যাকরণকে মানুষের জ্ঞানের চরম নিদর্শন বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

ভাষাতত্ত্ব : এদেশে

পাণিনির পরেও অনেক দিন পর্যন্ত এ উপমহাদেশে এ ধারায় ভাষাবিষয়ের আলোচনা অব্যাহত ছিল। পাণিনির ন্যায় পতঞ্জলি প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এ উপমহাদেশের বর্ণনা ভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এরপর কিছুকাল সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাটা পড়ে। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়ও তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। ইয়োরোপ তথা পশ্চিম গোলার্ধ ভাষাতত্ত্বের এ শাখার অনুশীলনীতে হাত দেয় আরো পরে। পশ্চিমের চোখে যাস্ক, পাণিনি, পতঞ্জলির আবিষ্কার এক মহা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের মূল সূত্রটি এখান থেকে নিয়ে তাঁরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিজেদের ভাষার বিশ্লেষণ শুরু করেন।

ভাষাতত্ত্ব : বিদেশে

কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও ভাষাকে কেবল তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই দেখা হতো। সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার শব্দসম্ভারে মিল-গরমিল সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য বিশ্লেষণ করে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ভাষাগুলোতে তার স্বরূপ নির্ণয়ই ছিল তখনকার দিনের মোটামুটি ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা। আজ আবার নতুন করে পুরোনো ধারার জাগৃতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের দিকেই আবার সকলের নজর পড়েছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় দেশী-বিদেশী মনীষীদের অবদানের ইতিহাস আলোচনা বক্ষ্যমান প্রবন্ধের আওতার বাইরে। এ প্রবন্ধে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

ভাষা ও আমরা

ভাষা কাকে বলে? ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কোন্ ভাষাকে ধরা হবে? এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ভাষাতত্ত্ব যে ভাষা নিয়ে আলোচনা করে তা মনুষ্য-মুখ-নিঃসৃত ভাষা। যে-কোন ধ্বনি বা আওয়াজ বা Sound ভাষাতত্ত্বের আলোচনার অঙ্গীভূত নয়। সাধারণ ব্যাকরণগুলোতে বলা হয় যে, যে কোন অর্থবোধক শব্দ, ধ্বনি বা আওয়াজই ভাষা, এ কথা সর্বৈব সত্য নয়। গাড়ী চলার সময় এক ধরনের আওয়াজ করে। তারও একটা ভাষা বা সংকেত আছে। উড়োজাহাজ চলার সময়ও এক ধরনের আওয়াজ করে যা থেকে বুঝা যাবে এটা জেট, না বোয়িং, না ডাকোটা। গরু, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির মুখের আওয়াজেরও অর্থ আছে, এমনকি কোর্টে হাকিম যে টেবিলে হাতুড়ি পিটেন, তারও একটা অর্থ আছে। সবাই জানেন, স্কুলের বা কলেজের ছেলেরা প্রথম দিনে কোন নতুন শিক্ষককে তাড়ানোর জন্য যে সমবেত জুতোর খসখস শুরু করে দেয় তার অর্থ যিনি জীবনে বুঝবার সুযোগ পেয়েছেন, তিনি হয়তো জানেন না যে, তখন তার মুখের যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছিল সে ভাষারও একটা অর্থ আছে। হাতে তালি দিয়ে গায়ককে বা বক্তাকে উৎসাহিত করে আমরা আর একটি গান গাওয়ার জন্য বা আবার বলার জন্য প্রেরণা দিই, আবার তা দিয়ে অতি উৎসাহী পণ্ডিতম্মন্য বক্তাকে বসিয়েও দিতে পারি। কাজেই এগুলোর অর্থ স্পষ্ট। একবার, মনে আছে, কার্জন হলে এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রাগসঙ্গীত বা Classical Music-এর আসর বসল। ওস্তাদের নাম শুনে হল ভরে গেছে। তিনি যখন ঘণ্টা খানেক পরিশ্রমের পর প্রথম সঙ্গীতটির প্রায় চরম পর্যায়ে উপস্থিত, তার অনেক আগেই হলের প্রায় অর্ধেক লোক চলে গিয়েছে। তারপর ৯০ মিনিটে যখন তিনি গলদঘর্ম হয়ে গানটি শেষ করেন, তখন, বিশ্বাস করুন, মাত্র ন'জন শ্রোতা বিদ্যমান ছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সঙ্গীতের ভাষাই

তাদের সময় নষ্ট করে সেখানে বসে না থেকে তাসের আড্ডায় ফিরে যেতে বাধ্য করেছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, তাদের এই নীরব চলে যাওয়ার ভাষাও যে ওস্তাদের কাছে মর্মান্তিক অর্থ বহন করে এনেছিল তার প্রমাণ, এরপর আর তিনি একটি গানও জমাতে পারলেন না। জীব-জন্তু ও পশুপাখীর ডাকেরও যে অর্থ আছে, তা কবি, সাহিত্যিকদের বদৌলতে আজ আর আমাদের কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কোকিলের একটি কুহুরবে কি করে বারুণী-তীরের সেই বিধবা রমণীর মনে বিপর্যয় এনে দিয়েছিল, এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণকান্তের সংসার কিরূপে ছারখার হয়ে গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের বদৌলতে সে কথাও আমরা জানি। 'কানাকুয়ো' পক্ষিটা যে অন্ধকার রাতে ডেকে ডেকে দুঃখিনী মায়ের প্রাণে কি রকম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, জসীম উদ্‌দীনের 'পুত্রস্নেহ' কবিতার পাঠক মাত্রেরই তা জানা থাকার কথা। সেতো গেল পাখীর কথা ; ব্যাঙ যে ব্যাঙ, যে কেবলই করে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, তারও ডাকের একটা অর্থ আছে। তার প্রেয়সীর কাছেও, আবার তার শ্রোতা মানুষের মনেও। কবি যখন বলেন,

মত্ত দাদুরী　　ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

—তখন ছাতি ফেটে যাওয়া বিরহিণীর যে চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার আবেদন চিরন্তন। কেবল কি তাই? রাত দেড়টায় নদীর ওপারের যে ট্রেনটা একটা তারস্বরে প্রাণ ফাটা চীৎকার করে ওঠে, প্রতিটি রাতে সে সময়টায় আমার কাছে একটা নতুন পৃথিবীর দুয়ার খুলে যায়। এ ট্রেনটিতেই একদিন সে এসেছিল। আবার ট্রেনটিতেই সে গিয়েছেও। সেই যে গিয়েছে, আরতো ফিরেনি, ফিরবেও না। গাড়ী সেতো আসবে যাবে, তার যাওয়াতো চিরতরে। গাড়ীটার একটুখানি চীৎকার কত না বলা ইতিহাস, কত রাত কত নির্জনের গোপন কথা আর কত হাসি কত কান্না নিয়ে উপস্থিত হয়, তার ভাষায় কী মোহ, কী যাদু সে কথা আর কেউ না জানুক, আমার কাছে তো সে ভাষার মূল্য অনেক। তাই বলছিলাম 'অর্থবোধক' যে কোন আওয়াজই (Sound) ভাষাতত্ত্বের আলোচনার 'ভাষা' নয়। অবশ্য তারও আলোচনা চলতে পারে। তবে তার ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য পৃথক।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'সানী ভিলা' নাটকের ভূমিকায় একটি কথা বলেছেন। একটা ফাঁসীর মড়া ঝুলে আছে। কেউ এসে দড়িটি কেটে দিল আর অমনি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো 'অাঁ।'-করে একটি শব্দ। এ আওয়াজটুকু শুনে সবাই মনে করল লোকটা মরেনি, কারণ মরলে এমন আওয়াজ বেরুতে পারে না।

ফাঁসীর মড়ার আওয়াজটা মানুষের মুখ থেকে বাক্-প্রতঙ্গের মাধ্যমে বেরোনো সত্ত্বেও তা 'ভাষা' নয়, অর্থাৎ সে ভাষা আমাদের আলোচ্য নয়। এমনকি চোখের যে ভাষায় প্রেমিক-প্রেমিকা কথা কয়, সে ভাষাও নয়, যে ভাষায় রাখাল গরু তাড়ায়, মনিব কুকুরকে ডাকে, বিড়ালকে আদর করে, কাজ করতে করতে কর্মী শিস্ দিয়ে গান করে, তাও আমাদের আলোচনার বাইরে।

ভাষা কী

ভাষাতত্ত্ব কাকে বলে জানার আগে ভাষা কাকে বলে জানা প্রয়োজন। ভাষা কাকে বলে জানার আগে ভাষা কাকে বলে না তাই জানা আবশ্যক। আত্মাকে জানতে হলে যেমন নেতি-নেতি করে আরম্ভ করতে হয়, ভাষাকে জানতে হলেও নেতি-নেতি করে আরম্ভ করতে হয়। ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম একথা ঠিক, কিন্তু শুধুমাত্র

ভাবপ্রকাশ করলেই ভাষা হয় না। চোখের চাহনীতে, মাথা ও হাতের ইশারায়, চলার ভঙ্গিতে অনেক রকম ভাব প্রকাশিত হয়; কিন্তু এ গুলোর কোনটাই আমাদের আলোচনার ভাষা নয়; এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহলে, ভাষা কাকে বলব? Sturtevant ভাষার একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

'A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact.'[১]

System বা পদ্ধতি কথাটি ভাষাকে আবোল-তাবোল থেকে পার্থক্য দান করেছে। টুংটাং ইত্যাদির মতো অসংলগ্ন আওয়াজকেও সঠিক ভঙ্গি ও উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে রেখে ব্যবহার করলে বাংলা ভাষার বাক্য গঠন পদ্ধতির মধ্যে তার স্থান নির্দেশ করা সম্ভব। 'কুকুর মানুষকে কামড়ায়' কথাটা তথ্যগত এবং বাক্যগত অর্থাৎ ব্যাকরণগত এ দুদিক থেকেই সত্য; কিন্তু 'মানুষ কুকুরকে কামড়ায়' তথ্যগত দিক থেকে হাস্যকর হলেও বাক্যগত দিক থেকে নির্ভুল।

Arbitrary Vocal Symbols—বাক্যাংশের মূল চাবিকাঠি Symbol বিশেষ্যটির মধ্যে খুঁজতে হবে। Symbol বা প্রতীক কথাটির মধ্যে দ্বৈততার ব্যঞ্জনা অনুরণিত হয়। প্রতীকের মধ্যে একটি উপলক্ষ্য এবং একটি লক্ষ্যের ইঙ্গিত থাকে। চিত্রের মাধ্যমে কথাটি বুঝানো যাবে।

উপলক্ষ্য		রূপ
———	অথবা	———
লক্ষ্য		অর্থ

এই চিত্রে 'রূপ' হচ্ছে যে-কোন আওয়াজের অর্থপূর্ণ ভগ্নাংশ এবং 'অর্থ' হচ্ছে সেই ভগ্নাংশের অর্থ বা মানে। Arbitrary Symbol বা ইচ্ছাকৃত প্রতীক হচ্ছে তাই যাতে 'রূপ'-এর সংগে 'অর্থ'-এর কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। বাংলায় 'কুকুর' শব্দ দিয়ে আমরা যে জীবটিকে বুঝি, ইংরেজরা সেই শব্দ দিয়ে সেই জীবটিকে বুঝে না; তারা Dog শব্দ দিয়েই তাকে বুঝে। কাজেই জীবটির সংগে কুকুর বা Dog শব্দটির কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। এ গুলো ভাষা সম্প্রদায়ের ইচ্ছাকৃত প্রতীক ব্যবহারের নিদর্শন। Vocal বা মৌখিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ইশারা, চিহ্ন এবং লিপির থেকে শব্দের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য। এসব ব্যাপারের যদিও অর্থ আছে, তবু সুবিধার্থে বাক্‌প্রত্যঙ্গ নিঃসৃত ভাষা থেকে তাদের পৃথক করা হয়েছে।

সংজ্ঞার শেষাংশ 'by which the members of a Social group co-operate and interact' দ্বারা সমাজে ভাষার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষে মানুষে সহযোগের অন্যান্য মাধ্যম থাকলেও ভাষাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট এবং বহু প্রচলিত মাধ্যম। সহযোগ বলতে এখানে সব রকমের যোগাযোগকেই বুঝানো হচ্ছে।

যোগাযোগের জন্য কমপক্ষে দু'জন মানুষের প্রয়োজন; কাজেই দুই ব্যক্তির মধ্যেই ভাষার সবচেয়ে জীবন্ত রূপের অস্তিত্ব।

---

১. E. H. Strutevant : *An Introduction to Linguistic Science*, London, 1947 P. 2.

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কোন্ ভাষা ধর্তব্য

এখন স্বেচ্ছাকৃত ভাবে আমরা নির্ধারণ করে নিতে পারি যে, সামাজিক যোগাযোগ বা Social Communication থেকে উদ্ধার করে, আমাদের ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কেবল সে ভাষাকেই ধরব, যা মানুষের মুখ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিঃসৃত হয়। শ্বাসযন্ত্রের ধাক্কায় যখন মুখ ও নাক দিয়ে বাতাস বেরোয় এবং আশে পাশের স্বরতন্ত্রী, কণ্ঠনালী, মুখবিবর, নাসারন্ধ্র, দাঁত, জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ, ঠোঁট ইত্যাদি প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ও ব্যবহারের নানাবিধ তারতম্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে তখনই ভাষার সৃষ্টি হয়।

ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান

ভাষাতত্ত্বকে ভাষা-বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অন্যান্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শাখার মত ভাষাতত্ত্বের এই সংজ্ঞাও অপরাপর জ্ঞান-শাখা এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে যেমন সম্পর্কযুক্ত তেমনি আভ্যন্তরীণ উপশাখা এবং বিভাগ শৃঙ্খলারও নির্দেশক। এই উভয় দিক সম্বন্ধে প্রারম্ভিকভাবে অবশ্যই কিছু বলতে হবে। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অন্যান্য মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আলোচ্য বিষয়ের মত এ ব্যাপারেও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

ভাষাতত্ত্বের গতিশীলতা

এ কথাও অবশ্য অনুধাবন করতে হবে যে, ভাষাতত্ত্ব পদার্থ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ইত্যাদি অন্যান্য পদ্ধতিমূলক জ্ঞান শাখার মতই গতিশীল. স্থিতিশীল নয়। সময়ের পরিবর্তনে অনেক মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি ভঙ্গির বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যেতে পারে কিংবা গুরুত্ব আরোপের তারতম্য ঘটতে পারে। তাই এর মতামত কোন গ্রন্থের মতই সর্বজনগ্রাহ্য কিংবা অপরিবর্তনীয় বলে দাবী করা যায় না। এগ্রন্থে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতদ্বৈততা আলোচিত হয়েছে এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে পাঠকদের সজাগ করারও চেষ্টা রয়েছে।

আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রসার

প্রথমেই ভাষা-বিজ্ঞান বা ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও বিশেষ ভাষা আলোচনার তরিকা বুঝে নেওয়া দরকার। সত্যিকারভাবে, ভাষার তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক আলোচনাই পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কাছে সুপরিচিত এবং অনেকদিন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এসেছে। অন্যদিকে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বিগত কয়েক দশকে যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ায় ও অন্যান্য দেশে অভূতপূর্ব প্রসারলাভ করলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে তার নব আবির্ভাব একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

ভাষাতাত্ত্বিকের সীমাবদ্ধতা

ভাষাতত্ত্ব যে মানবজাতির ভাষাকে মানুষের কাজ ও মানুষের বুদ্ধিমত্তার সর্বজনীন ও অনস্বীকার্য নিদর্শন হিসেবে আলোচনা করে কেবল তাই নয়, এটা যে মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মানুষের কীর্তির ক্ষেত্রে যে অন্যতম সুদূরপ্রসারী মানবিক ক্ষমতা তাও আলোচনা করে থাকে। বলাবাহুল্য, বিষয়ের দিক থেকে পৃথিবীর আনুমানিক

তিন সহস্রাধিক ভাষা ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট ভাষা ভাষাতত্ত্বের আওতাভুক্ত নয়। ভাষাতত্ত্ব সব ভাষার সংগেই সম্পর্কিত, কোন একটা নির্দিষ্ট ভাষার সংগে নয়। ভাষাতাত্ত্বিক বাস্তববুদ্ধিহীন আদর্শবাদীর মত সব ভাষা সম্পর্কেই সাধারণ জ্ঞান লাভ করবেন কিংবা সব ভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখবেন, এমন নয়। এটা অবশ্য অসম্ভব ব্যাপার যে, একজন পৃথিবীর তাবৎ ভাষা আয়ত্ত করতে পারবেন।

ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাবিদ

তাই সব ভাষাতাত্ত্বিকই নিজের মাতৃভাষা এবং সীমাবদ্ধ কয়েকটি আয়ত্ত করা ভাষা আলোচনায় নিবিষ্ট থাকেন। আবার ব্যক্তিগত কারণে ভাষাজ্ঞানের গভীরতা ভাষা-তাত্ত্বিকদের মধ্যে সমান হয় না। কাজেই এই সাধারণ অর্থে ভাষাতাত্ত্বিক এবং নানা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানী ভাষাবিদের পার্থক্য বুঝে নিতে হবে। ভাষাতাত্ত্বিক এবং ভাষাবিদের মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট। এটা অবশ্যই কাম্য যে ভাষাতাত্ত্বিকেরও কয়েকটা ভাষাজ্ঞান থাকবে। যে ভাষাতাত্ত্বিকের ভাষাজ্ঞান বিস্তারিত, ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় তাঁর অধিকার অধিকতর অগ্রগণ্য। আর ভাষাবিদ কেবল কতকগুলো ভাষা জেনেই নিরস্ত থাকেন।

ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়

নিখিল ভাষার রূপ ও প্রকাশ ভঙ্গি অর্থাৎ পৃথিবীর সব ভাষা এবং মানবিক অবস্থা বৈগুণ্যে তাদের ব্যবহার ভাষাতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়। তিনি মানব জীবনে ভাষার গুরুত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন এবং ভাষা যে উপায়ে, যে প্রয়োজনে, যে কর্ম সম্পাদন করে থাকে তার স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় বহুরকম, তাঁকে দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ভাষা বিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, শুধু তাই নয়, বিধিবদ্ধ আপন ভাষা সম্পর্কেও চিন্তা করতে হয়। কোন ভাষার অভিধান রচনা করতে গেলে তার ধ্বনি উচ্চারণ, তার ব্যাকরণ, শব্দার্থের অনুসন্ধান, শব্দার্থ প্রকাশের উপায় এবং অর্থ আবিষ্কারের পন্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যাঁরা ভাষার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন তারা অংশতঃ অনিবার্য প্রয়োজনে বিদেশী ভাষা শিক্ষার কৌশল উন্নয়নের তাগিদে এবং ভাষার উৎপত্তির তত্ত্বগত ভিত্তির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কাজ করেছেন। ভাষার শিক্ষক এবং ছাত্রের ভাষানুশীলনের পেছনে যে মনোভাব বা দর্শন ক্রিয়া করছে তার পরীক্ষা করার মধ্যেই ভাষাতত্ত্বের যৌক্তিকতা নির্ভর করছে। সুস্পষ্ট কারণে ভাষার বাস্তব শিক্ষা ইংরেজী ইত্যাদির মত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এবং কথিত ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এরূপ কোন সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন নেই। যে কোন রকমের সভ্যতার যে কোন রকমের দেশকালের ভাষাকে ভাষাতত্ত্বের আওতায় এনে আলোচনা করা যায়।

সভ্যতা এবং ঐতিহ্যও ভাষাতাত্ত্বিকের আওতাভুক্ত

ভাষার ব্যাপক বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করারও অসুবিধা নেই। বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনার বিভিন্ন পন্থা আছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা সমকালীন জীবন্ত ভাষা-সমূহের কিংবা এককালীন মৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারেন। তাঁরা একদিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত জীবন্ত ভাষার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর সভ্যতা এবং ঐতিহ্যের স্বাক্ষর যেমন আবিষ্কার করেন তেমনি অকথিত অপ্রচলিত ক্ষীণ প্রাণ ভাষার মধ্যেও শক্তিশালী ভাষার অত্যাচারে মৃতপ্রায় লক্ষণগুলো উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেন।

ভাষা ব্যবহারের উপকরণ

বিদেশী ভাষার শব্দ আমাদের কাছে অর্থহীন ধ্বনি গুঞ্জন মাত্র; কিন্তু সেই ভাষা সম্প্রদায়ের লোকের কাছে তাদের ভাষা সে রকম নয়; তাদের কাছে তা অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টি। তারা ভাষার ধ্বনির দিকে মনোযোগ দেয় না; তারা অর্থের দিকেই মনোযোগ দেয়। কাজেই বিদেশী কিংবা সাধারণ লোক কোন ভাষার সম্বন্ধে সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে পারে না। কোন কোন লোকের কাছে ভাষা সম্পর্কে কিছু বাঁধাধরা কথা জানা যায় কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক নয় এবং তাই এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি অপণ্ডিত শিক্ষিত লোকেরাও ভাষা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে অপারগ। কারণ ভাষা তাঁদের কাছে ব্যবহারের উপকরণ; সমালোচনা বা বিশ্লেষণের বস্তু নয়।

ভাষা নিরীক্ষা

এটা একরকম মন্দ নয়। কিন্তু এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সমস্যার সংগে ভাষা গভীরভাবে এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ভাষা আলোচনা না করলে এসব সমস্যার সঠিক সমাধান হয় না। অধিকন্তু ভাষার মত একটি মানব-জ্ঞান শাখা বিশ্লেষিত ও সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাই বাস্তব প্রয়োজনে এবং মানুষের আন্তরিক কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ভাষাকে সতর্কভাবে এবং কৌশলের সহিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ভাষাবিজ্ঞান

ভাষা মানব জীবনের নানা অধ্যায়ের সংগে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, একে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার সুযোগ আছে। সব বিশ্লেষণই সত্য প্রয়োজনীয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ভাষাকে তার আভ্যন্তরীণ গাঠনিক দিক থেকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির অন্য নাম ভাষাবিজ্ঞান। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং পুরোপুরি স্বাধীন নয়; এর অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র সুচিহ্নিত এবং সুসীমিত। এর একটা কার্যকরী এবং বলিষ্ঠ পদ্ধতি আছে। ইহা কতকগুলো নিশ্চিত ধারণা উপকরণ এবং তথ্য বা Data-এর জন্য শ্রুতিগত বিজ্ঞান, যোগাযোগ থিওরী, শারীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির মত অন্যান্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এর পরিবর্তে ভাষাতত্ত্ব এসব বিজ্ঞানকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস দান করে। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে যতই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হোক না কেন এ বিজ্ঞান ভাষার গঠন তাৎপর্যের দিক থেকে প্রাথমিক দৃষ্টিতে অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে আলাদা।

ভাষার গঠন

এই Structure বা গঠন কি? ভাষা দু'রকমের উপাদান নিয়ে কাজ করে। একটি হচ্ছে ধ্বনি। মানুষের বাক্-প্রত্যঙ্গের দ্বারা উৎপন্ন যে কোন ধ্বনিই প্রায় কোন না কোন ভাষায় কোন না কোন রকমে ব্যবহৃত হয়। অপরটি হচ্ছে ভাব, সামাজিক পরিবেশ এবং অর্থ। কোন ভাষায় এমন কোন সর্বজনগ্রাহ্য শব্দ নাই যার দ্বারা মানব অস্তিত্বের তথ্য এবং কল্পনা অন্যের কাছে কিভাবে জানানো হয় এবং কিভাবে তার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা বোঝানো যায়। ভাষাতাত্ত্বিকের প্রয়োজনানুসারে এ দুটোর নাম দেওয়া যেতে পারে 'প্রকাশ' বা Expression এবং 'অর্থবহতা' বা Contact।

যোগাযোগতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব

যে বিদেশী শুধুমাত্র কতকগুলো ধ্বনিগুঞ্জন মাত্র শুনতে পেয়েছে, সে সত্যিকারভাবে ভাষা শুনতে পায়নি; এমনকি ভাষার যে অংশমাত্র প্রকাশ পেয়েছে তাও শুনতে পায়নি। সে যা শুনতে পেয়েছে তা হচ্ছে ভাষার সংবাদ বহনের উপকরণ মাত্র। এটা ভাষাতাত্ত্বিকের আওতায় পড়ে না, এটা পদার্থবিদদের কর্ম। পদার্থবিদ এই ধ্বনিগুঞ্জন স্রোতকে বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং এ সম্পর্কে বহু জ্ঞানলাভ করতে পারেন। এবং তাঁর বিশ্লেষণ-লব্ধ জ্ঞান প্রসারিত করে অপরের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন। তাঁর বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক এবং বাস্তবমূল্য রয়েছে। তারযুক্ত এবং তারহীন যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন টেলিফোন, টেলিগ্রাফি, রেডিও এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির নির্মাণ কার্যে এসব তত্ত্ব এবং তথ্যের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো অবশ্য ভাষাতত্ত্বকে কতকগুলো মৌলিক পারম্পর্য ও স্বীকৃত সত্য বা data সরবরাহ করে এবং মনস্তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা এবং আরো অজস্র বিজ্ঞানকে তথ্য সমৃদ্ধ করে।

ভাষাতাত্ত্বিকের বিষয়

ধ্বনি সংবাদ বহনের মাধ্যম হিসেবেই ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে মূল্যবান। এজন্য ধ্বনিকে শুধু মাত্র বিশৃঙ্খল ধ্বনিগুঞ্জন হলে চলে না, একে হতে হয় সুশৃঙ্খল প্রণালীবদ্ধ এবং সুগঠিত। ভাষার এই সুগঠনই ভাষাতাত্ত্বিকদের বিষয়ভুক্ত। নির্দিষ্টরূপের ধ্বনি পরম্পরা এবং এই পারম্পর্য বিশ্লেষণই ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষাকে সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত, সুনির্দিষ্ট এবং পর্যায়ক্রমিক বাক্‌প্রবাহ হিসেবে বিশ্লেষণ করে থাকেন।

কতকগুলো জটিল নমুনাবর্গ ও রূপবন্ধ বা Set of Patterns যা পুনঃ পুনঃ আসে এবং যা অন্ততঃ আংশিকভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায়, এ তারই একটা সুশৃঙ্খল বিন্যাস। এই রূপবন্ধ বা Pattern-ই প্রকাশের কাঠামো। ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রের সব পরিভাষা ব্যবহার করেন বলে এ-ও ভাষার একটি প্রধান উপাদান।

ভাষার আধেয় বা Content

ভাষাভাষী কথক আলোচনার বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন; কোন বক্তব্য, কোন ভাব বা কোন সামাজিক তথ্যই তিনি প্রকাশ করেন। এ সবগুলোই ভাষা নয়, যেমন ভাষা নয় সংবাদ বহনের ধ্বনিগুলো। একপক্ষে কথার সংগে ধ্বনির যতটুকু পার্থক্য; অপর পক্ষে, ভাষার সংগে বিষয়ের ততটুকু পার্থক্য। একটি সুগঠিত বাক্য-রীতির মধ্য দিয়ে বক্তা কি বলেছেন তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন। এ বাক্য-রীতির কাঠামো বা Structure-ই বক্তাকে কতকগুলো বর্ণনার বিশেষত্ব বা Feature নির্বাচন করতে এবং এগুলো যথাযথ ব্যবহার করতে বাধ্য করে। বর্ণনীয় বিষয়কে এ বিশেষত্ব এক রকম শ্রেণীবদ্ধ করে ভাগ করে নেয়। উপরে বর্ণিত এই নির্বাচিত বৈশিষ্ট্য এমন সব পৌনঃপুনিক রূপবন্ধ সৃষ্টি করে যা অন্ততঃ আংশিকভাবে সূত্রবদ্ধ বা Predict করা যায়। আর তাকেই কাঠামোর আধেয় বা Content মনে করা যেতে পারে। ভাষা-বিজ্ঞানীর কাছে এ হচ্ছে দ্বিতীয় প্রধান উপাদান। সবশেষে, এই দুই গঠনরীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং পরস্পরের পরিপূরক। প্রকাশ-রীতির অংশ বিষয়-রীতির অংশের সংগে জড়িত রয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে। এই দুই জটিল গঠনরীতি নিজের মধ্যেই যথেষ্ট জটিল। প্রত্যেক ভাষাই অন্য ভাষা হতে আলাদা। এ পার্থক্য গভীর

ব্যাপক বা আপেক্ষিকভাবে স্বল্প হতে পারে। কিন্তু দুটো গঠনরীতি সবখানেই জটিল এবং বিশেষত্ব মণ্ডিত।

বস্তুগত বিশ্লেষণ

এই জটিল ব্যাপারকে সহজে এবং সজ্ঞানপ্রচেষ্টা ছাড়া ব্যবহার করতে পারা যায় না। ভাষাভাষীর কাছে এ খুবই সরল এবং স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বের আর তিন হাজার ভাষাভাষী কোটি কোটি লোকের কাছে এ তো সহজ নয়। তাদের কাছে এ অনেক সময় গোলমেলে, যুক্তিবর্জিত এবং হাস্যকর বলে মনে হতে পারে। সত্যিই অজানা ভাষা অদ্ভুত ও বিচিত্র। ভাষা সম্পর্কে সত্যজ্ঞান লাভ করা যায়, পরোক্ষভাবে এবং তন্ময় বা বস্তুগত (Objective)-ভাবে বিশ্লেষণ করে। ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই বস্তুগত বিশ্লেষণ ভাষার জটিলতা, ইচ্ছাকৃত প্রভূত প্রকাশ নৈপুণ্য ইত্যাদি বিশেষত্ব আবিষ্কার করতে পারে।

ভাষার এই দ্ব্যর্থ বিশেষত্ব একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। আমাদের ভাষায় রঙধনুকে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল রঙ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু সোনা (Souna) ভাষাভাষী তাকে ভাগ করবে সিটেমা, সিসেনা, ও সিপসুউকা এই তিন ভাগে আর বাসা (Bassa) ভাষাভাষীরা করবে হিউ আর জিজা এই দুই ভাগে।

এই ভাষা বিভিন্ন রঙের বিভিন্নতার প্রমাণ দেয় না, এটা ভাষার গঠনরীতির বিভিন্নতার প্রমাণ দেয়।

ভাষা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

ভাষার প্রকাশের দিকটি সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। বাংলা ভাষার ধ্বনি-গুলোকে অন্যান্য বিভাগের মধ্যে স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি হিসেবেও ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে নির্দিষ্ট এবং পদ্ধতিগতভাবে অক্ষর বা সিলেব্‌ল হিসেবে গড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক অক্ষরে একটি এবং কেবলমাত্র একটি স্বরধ্বনিই থাকবে; স্বরধ্বনির আগে কিংবা পরে একাধিক ব্যঞ্জন থাকতে পারে। এগুলোর ব্যবহারের মধ্যে জটিল বিধি নিষেধ আছে। বাংলা ধ্বনির সম্ভাব্য সমস্ত আংকিক সমন্বয় বা (Combination)-এর মধ্যে খুব নগণ্য সংখ্যকই সংযুক্ত গঠনরীতির আওতাভুক্ত হতে পেরেছে। এর সবগুলোই সব সময় ব্যবহৃত হয় না; তবে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারের উপযোগী মাত্র। সম্ভবতঃ 'রিকশ'এর মত শব্দ ভবিষ্যতে প্রয়োজন মাফিক তৈরী করা যেতে পারে। 'চারশ বিশ' শব্দটা এই অব্যবহৃত সম্ভাবনা থেকে গ্রহণ করে কয়েক বছর আগে থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু 'ন্‌ক্রুমা' শব্দ বাংলা ধ্বনির সমবায়ে হলেও এটা প্রচলিত শব্দধারায় পাওয়া যায় না; সম্ভবও নয়। লাল, নীল, আকাশী, হলুদ, বেগুনী, কমলা, সবুজ এই সাত ধারা যেমন নানাভাবে বাংলা ভাষা স্বভাব বলয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত, তেমনি Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple এ গুলো ইংরাজী ভাষার স্বভাব বলয়ের মিশ্রিত প্রকাশ এবং বিষয়ের এই সমন্বয় নেহাৎই চিরাচরিত (Conventional) বা গৎ বাঁধা। আরো সাত বা ছয় বিভাগ কেন যে হবে না বা কেন এই সাতটি বলয়ের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হবে না তার কোন কারণ বা যুক্তি নেই। কোন কারণই নেই; কারণ বাংলা ও ইংরেজী ভাষারীতিই এই। কোন্ অতীতে ভাষায় এই গৎ বাঁধা হয়েছিল আর তা এখনো কিছু কিছু পরিবর্তন বিবর্তনের মাধ্যমে চলেছে।

উৎপত্তির দিক থেকে এগুলো নেহাৎ আকস্মিক নির্বাচন। রঙধনু বলয়কে এই সাত বা যে কয় ভাগেই আকস্মিকভাগে ভাগ করা হয়েছিল তা-ই এখনও চলেছে। অন্য কোন যুক্তি এর নাই। এই যুক্তিবিহীন তথ্য এবং এ রকম আরো বহু তথ্যই সম্মিলিতভাবে বাংলা বা ইংরেজী ভাষা। পৃথিবীর সব ভাষাই এভাবে ইচ্ছাকৃত প্রণালীবদ্ধ বা Arbitrary System.

ভাষার তিনটি দিক ও শব্দের অবলুপ্তি

ভাষার তিনটি বৃহৎ দিক হচ্ছে : এই প্রকাশরীতি বা Expression, বিষয়ের প্রসঙ্গ বা Context এবং শব্দসম্ভার বা Vocabulary। শেষোক্ত অংশ হচ্ছে প্রকাশ বা বিষয়ের সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে তাদের পরিচিত পরিভাষা, শব্দ এবং তাদের অর্থ নিয়ে গঠিত। শব্দসম্ভার তৈরীও হতে পারে, ক্ষইয়েও যেতে পারে। এটিই ভাষার তিনটি অংশের মধ্যে সবচেয়ে অস্থায়ী এবং বিশেষত্ববিহীন বিধান। শব্দসম্ভারের সবচেয়ে সহজ পরিবর্তনশীল অংশ হলো অপভাষা বা Slang। কিন্তু খুব ভদ্র এবং শালীন শব্দও সব সময় সৃষ্টি হচ্ছে এবং ক্ষয়ে যাচ্ছে; সমকালীন সাহিত্যে ছাড়া তাদের অস্তিত্ব আর থাকে না। কিছু শব্দ অধিক পরিবর্তনশীল হতে পারে; কিন্তু কোন শব্দই নির্বূঢ় (Absolute) অক্ষয় নয়। এমনকি সবচেয়ে সুপ্রচলিত এবং সুপরিচিত শব্দ, যে গুলোকে সবচেয়ে স্থায়ী বলে মনে করা হয়, সেগুলোও এক হাজার বছরে শতকরা বিশটি হারে অবলুপ্ত হয়ে যায়।[২] অধিকন্তু ভাষা সম্প্রদায়ের চাইতে, ব্যক্তির জীবনেই শব্দের হ্রাস এবং মৃত্যু অধিক দ্রুত। একজন স্বাভাবিক মানুষ সম্ভবতঃ দিনে কমপক্ষে তিনটি শব্দ এবং বছরে হাজারের অধিক শব্দ শেখে এবং পুরানো শব্দ লক্ষণীয় নিম্নহারে ভুলে যায়। এই হিসেব অবশ্যই ন্যূনতম। কারণ, দেখা যায়, কোন কোন মানুষের এমন শব্দসম্ভারও আছে যা অন্ততঃ তাদের জীবনের কোন এক পর্যায়ে অধিকতর দ্রুত শব্দ শেখার প্রমাণ দেয়।

আমাদের এমন কোন তুলনামূলক পদ্ধতি নেই যার দ্বারা বিষয় প্রসঙ্গে পরিবর্তন হিসাব করা যায়। নতুন শব্দসম্ভার, বিশেষ করে নতুন বিষয় উপলব্ধির পরিভাষা সামান্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই পরিবর্তন ভাষার মৌলরীতির ভিত্তিকে স্পর্শ করে না। প্রকাশের গঠনরীতির তথ্যগুলো সুস্পষ্ট। অন্যভাষা না শিখলে কেউ পরিণত বয়সেও ভাষার মূল শব্দ গঠনরীতিতে যোগবিয়োগ কিংবা পরিবর্তন সাধন করে না। ব্যাকরণরীতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু এটা শব্দসম্ভার বৃদ্ধির অনুপাতে যথেষ্ট কম। বস্তুতঃ শব্দসম্ভার ভাষার এক পরিবর্তনশীল বিশেষত্ব।

ভাষার আভ্যন্তরীণ সংগঠন ক্ষমতা

ছাত্রগণ যদিও শব্দসম্ভারকে কঠিন মনে করে, তবু দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষায় শব্দসম্ভার আয়ত্ত করাই সহজ। বিষয়ের গাঠনিক রীতির কৌশল আয়ত্তকরণ অপেক্ষাকৃত কঠিন, এবং কঠিনতম ব্যাপার হলো প্রকাশ বা Expression। কারো কারো হয়ত 'একবচন বহুবচন চিন্তা' থেকে মুক্ত হতে হবে। সম্ভবতঃ নতুন ভাষায় বচন তিনটি কিংবা কোন ভাষায় বচনের ব্যাপার বাক্য গঠনের সহিত মোটেই সম্পর্কযুক্ত নয়। বাংলাভাষা-ভাষীরা দরকারে অদরকারে বচনের উল্লেখ করেই কথাবার্তা বলে। চীনা ভাষায়

২. Even the most familiar and commonly used words, which might be expected to be most stable, have a mortality rate of about twenty percent in a thousand years. —Bloomfield, *Language*.

একবচন বহুবচনের ব্যবহার প্রাসঙ্গিকতার উপর নির্ভরশীল। চীনা ভাষার ভঙ্গি দ্বারা তা বুঝা যায়, বচনের প্রশ্ন সেখানে গৌণ এবং সীমিত। আর কারো বা 'কারক' বা 'লিঙ্গ' সম্বন্ধীয় আত্ম-ভাষার ধারণা বা Conception থেকে বেরিয়ে এসে অপর ভাষার পদ সম্পর্ক বিবেচনা করতে হবে। বাংলায় কথায় কথায় আমরা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ এবং উভয় লিঙ্গের উল্লেখ করে থাকি; কিন্তু কোন দিন ভেবে দেখেছি কি যে, বাক্য গঠনে লিঙ্গের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব অন্যপদের উপর নেই, এমনকি বিশেষণ পদেও খুবই সীমিত প্রয়োগ। যেমন, বাবা গেলেন, মা গেলেন; কিংবা সন্তান নেই; ছাত্র নেই বা বই নেই। বস্তুতঃ ব্যাকরণগত 'লিঙ্গত্ব' এ বাক্যগুলোর গঠনকে মোটেই প্রভাবিত করে না।

এরূপভাবে আরো অনেক ব্যাপারে চিন্তা ধারায় এবং বর্ণনারীতিতে পরিবর্তন সাধন করতে হয়। কালের সমাপ্তি এবং অসমাপ্তি ও কাল সম্বন্ধে প্রয়োজনানুসারে সতর্ক থাকতে হয়। চিন্তা এবং উপলব্ধির বিন্যাস এ ধারার পরিবর্তনের চাইতে গভীর হতে পারে। বাংলার মত অন্য ভাষায়ও প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ বুঝানো হয়। কাজের মাধ্যমে ব্যাপার এমনভাবে সংঘটিত হয় যা অন্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বেঞ্জামিন এল. উরফ তাঁর 'ফোর আর্টিকেলস অন ম্যাটালিন্‌গুইসটিক্' বইতে এ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছেন।

আপনাকে শব্দ নির্মাণ এবং শব্দ শোনার অভ্যাসও পরিবর্তন করতে হবে। নতুন ভাষায় এমন সব বিশিষ্টতা আছে যা বাংলায় নেই, সেগুলো আয়ত্ত করতে হবে।

সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হচ্ছে এসব পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে হবে এবং বিশেষ আয়াস ছাড়া এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য অব্যাহত সুশৃঙ্খল সাধনার প্রয়োজন। বিশেষ ক্ষমতা সাহায্যকারী হয় বটে, কিন্তু যতটা মনে করা হয় ঠিক ততটা নয়। ভাষার মৌল গঠনরীতি অর্থাৎ আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার কথা এই ব্যাপারে অপরিহার্য নাও হতে পারে, কিন্তু নানাভাবে উন্নতি সাধনে সাহায্য করতে পারে।

ভাষা ও বক্তা সম্বন্ধে তথ্য

যখন আমরা আপন ভাষার কোন লোককে কথা বলতে শুনি তখন আমরা শুধু যা বলা হচ্ছে তাই শুনিনে, বক্তার সম্বন্ধেও আমরা কিছু জ্ঞানলাভ করি। সে পরিচিত হলে আমরা অবগত হই; যদি তা না হয় তবে লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে অনুমান করতে পারি। কোন লোকের কণ্ঠস্বর কমপক্ষে দুটো কাজ করে: একটি ভাষাতাত্ত্বিক; তাতে ভাষার প্রকাশভঙ্গির মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অন্যটি ভাষাতত্ত্বের অতিরেক; তাতে বক্তা সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করে।

সাধারণ লোকও মোটামুটিভাবে এই ভাগ করতে পারে। আমাদের যদি কোন লোকের কথার পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয় তবে আমরা ভাষার প্রকাশভঙ্গির সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ দ্বিতীয়বার বলতে পারি, অবশ্য স্মৃতি যদি যথাযথ কাজ করে। যদি নিজের ভাষা হয়, তবে এর বিষয় (content)-এর কথা মনে না রেখেও বলা যায়। পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে আমরা ভাষাগত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কিছু বলি না। যদি আমাদের অনুকরণ করতে বলা হয় তবে আমরা শুধু ভাষাগত বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করি না, সব রকমের সম্ভাব্য বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। খুব কম

লোকই অনুকরণে দক্ষতা অর্জন করতে পারে, যদিও আমরা দেখি যে কোন সমভাষী লোক অল্প প্রয়াসেই পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

ভাষায় ভাবাবেগের ও বয়সের প্রভাব এবং আইটেম

এ প্রসংগে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব যতটা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আলোচনা করে, তার চাইতে ভাষার অঙ্গগঠন অর্থাৎ শারীর দিকটির প্রতি মনোযোগ দেয় বেশী। ভাষার এই দৈহিক দিকটি নিয়ত পরিবর্তনশীল। সময়ের প্রত্যেক খণ্ডাংশে মানবদেহের জৈবিক পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তন ভাষাকেও পরিবর্তনের পথে নিয়ে যায়। এমন কি মেশিন (Machine)-ও স্থিতিশীল নয়। সেখানেও ক্ষয়-জাত পরিবর্তনশীলতা কাজ করে। মানুষ যেহেতু ভাবাবেগপ্রবণ (Sentimental) জীব, তাই তার ভাষায়ও ভাবাবেগ প্রবণতার প্রভাব থাকতে বাধ্য। ভাবাবেগ, পরিবেশ ও বাক্‌প্রত্যঙ্গের জৈবিক পরিবর্তনে ভাষা পরিবর্তিত হয়।

ভাষা বিশ্লেষণে 'মানসিক' দিকটির প্রতি দৃষ্টি না দিলেও একেবারে উপেক্ষা করাও যায় না। কেননা, যেহেতু ভাষা মানসিক ও দৈহিক দুইই, তাই মানসিক পরিবর্তনে এবং দেহের পরিবর্তনে ভাষার অবয়বেও পরিবর্তন ঘটে। ভাষার বিশেষ ধ্বনির পরিবর্তন এতই দ্রুত ও এতই সূক্ষ্ম যে, সাধারণভাবে তা উপলব্ধি করতে না পারলেও তার এ পরিবর্তনের সত্যতা উপেক্ষণীয় নয়। মানুষের মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি ধ্বনিই পৃথক ধ্বনি। যেমন, আমাকে উচ্চারণ করতে বলা হলো : 'এক'। এ 'এক' শব্দটি আমি ক্রমানুয়ে তিনবার উচ্চারণ করলাম, 'এক', 'এক', 'এক'। এ তিন 'এক' বস্তুতঃ একই 'এক' নয়, তিন রকমের 'এক'। কেননা, মানুষ একটি ধ্বনি জীবনে একবারই উচ্চারণ করতে পারে, দ্বিতীয়বার বা সেকারণে, পরবর্তী যে-কোনবারই একটি আর একটির মতো হলেও ঠিক 'সেটি' নয়। কারণ, মানবদেহে সময় ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে এত দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যে, কোন ধ্বনিরই পুনরাবৃত্তি তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তেই দেহ বৃদ্ধি পেয়ে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এক মুহূর্তের পরের আমি একমুহূর্ত আগের আমি নই। রহস্যময় মানব-দেহ ও মানব-মনের বিচিত্র পরিবর্তনশীলতার কারণে মানব-ভাষাও অস্থির এবং পরিবর্তনশীল। এজন্যও ভাষার সংগে ভাবাবেগেরও গভীর সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু তবু ভাষা বিশ্লেষণে আমরা সর্বোপরি ভাষার দৈহিক দিকটির প্রতিই নজর দিই বেশী। উচ্চারণের প্রত্যেকটি এককে বলা হয় আইটেম (Item) বা 'পদ'। এ 'পদ' ব্যাকরণ গত 'পদ' বা Parts of speech, যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে প্রযোজ্য নয়।

ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতি

ভাষাতত্ত্বের সংগে ভাষানুশীলন সম্পর্কিত কিছু বিষয় জড়িত রয়েছে। এগুলোকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এ দুদিক থেকেই বিবেচনা করা যেতে পারে। সাধারণতঃ তিনটি মূলধারা বা পদ্ধতির অনুসরণে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা হয়ে থাকে।

১. বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Descriptive Linguistics)। একে আধুনিক ভাষাতত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।

২. তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comperative Linguistics)। একে ইংরেজীতে Philologyও বলা হয়ে থাকে।

৩. ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব (Historical Linguistics)। একে ভাষার ইতিবৃত্ত-মূলক বলা যেতে পারে।

এ তিনটিই বস্তুতঃ ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক এবং মূল্যবান উপশাখা। এ তিনটির শেষের দুটো আবার পরস্পর নির্ভরশীল। এবং শেষের দুটোও প্রথমটির ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো ভাষা আলোচনার এক একটি মাধ্যম, উপায় বা পদ্ধতি (Procedure) মাত্র।

বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব

নাম থেকেই বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহৃত ভাষা কিভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কিভাবে কাজ করে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে তার বিবৃতি ও বিশ্লেষণ করা হয়। বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণের 'ভাষা'র কাল বর্তমান হতে পারে। বিশেষ করে যেসব ভাষা এখনো লিপিবদ্ধ হয়নি কিংবা সাম্প্রতিক কালে লিখিতরূপ দেওয়া হয়েছে, তাদের আলোচনার 'কাল' অনিবার্যভাবে বর্তমান। কেননা কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের কিছু প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করা গেলেও তাদের সামগ্রিক কোন প্রাচীন ভাষাস্তর আবিষ্কারের উপায় থাকে না। আবার ভাষাস্তরের অতীতরূপ নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ লিখিত দলিল বা প্রমাণাদি থাকা অত্যাবশ্যক। এ দলিলাদি তথাকথিত মৃতভাষা হিসেবে থাকতে পারে। যেমন রয়েছে প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক কিংবা ল্যাটিন ভাষায়। কিংবা প্রাচীন বাংলা অথবা প্রাচীন ইংরেজীর মতো অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাষাস্তর হিসেবেও থাকতে পারে। এ দু'বিভাগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এ সীমারেখা রচনা অংশত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা, তাদের সংগে আমাদের জ্ঞানের কালগত এবং মূলভাষার বিচিত্র ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবে আধুনিক হিন্দী, বাংলা, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান এবং স্পেনিশ ভাষার প্রাথমিক স্তরের সৃষ্টি সম্ভবতঃ এই বিভাগের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে। সবচাইতে মূল্যবান কথা হলো অতীত কিংবা বর্তমানের কোন ভাষা কিংবা ভাষার অংশ বিশেষের বিবৃতিমূলক বিশ্লেষণ করতে হলে সে নির্দিষ্ট কালের ভাষার সামগ্রিক রূপের আলোচনা করতে হবে। কেবল তার সংগে তার পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী স্তরের বিশ্লেষণ করলে চলবে না। এমনকি কোন বিশেষ ভাষার বিবৃতিমূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে কালের অন্যান্য ভাষার আলোচনাও সঙ্গত হবে না। একথা স্পষ্টভাবে জেনে রাখা দরকার যে, এর কোন যৌক্তিকতাও নেই। শুধু কোন কোন প্রাচীন ভাষার মর্যাদা, বিশেষ করে সংস্কৃত বা ল্যাটিনের এবং বহুজন-কথিত ভাষার খ্যাতি অন্য ভাষাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ কেবল এশিয়া বা ইউরোপেই নয়, অন্যান্য দেশেও। এর ফলে এ দু'মহাদেশে সংস্কৃত, ল্যাটিন, বাংলা বা ইংরেজী ভাষার গতানুগতিক বিশ্লেষণের অনুস্থিতি হয়েছে প্রচুর এবং তাতে ভাষাসমূহ কদাচিৎ সুচারু বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছে। এ সব বিশ্লেষণে ফল হয়েছে এই যে, সঙ্গতি ও যোগ্যতা বিচার না করেই ভাষার অপব্যাখ্যা এবং বিকৃত বিশ্লেষণ করার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার ব্যাকরণের অনুকরণে বাংলা ও উপমহাদেশীয় অন্যান্য ভাষার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চলেছে অথবা ইংরেজী এবং স্পেনিশ ভাষার ব্যাকরণকে জোর করে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার কাজে লাগানো হচ্ছে এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা উপযুক্ত বলে বিবেচিতও হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে, স্বভাবতঃই সমস্ত ভাষার মধ্যে অনেক

কিছু একই রকমের থাকে, তা নইলে 'সাধারণ ভাষাতত্ত্বের' মতো কোন বিষয়ের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কোত্থেকে আসে? কোন ভাষার খ্যাতি, সাহিত্যিক মর্যাদা বা পূর্বাপর্যের জন্য আগে থেকেই তার প্রকৃতি অনুযায়ী অন্যভাষাকে বিবৃত করা, অনেকটা খ্যাতিমান আত্মীয় কিংবা গুরুজনের জন্য সেলাই করা পোষাক কোন ব্যক্তিকে পরিয়ে দেওয়ারই চেষ্টার মতো হাস্যকর। বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বকে ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতিগুলোর প্রধানতম পর্যায় বলে গণ্য করা হয়। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বই যে ভাষা বিশ্লেষণের মৌলিক পর্যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এ হচ্ছে ভাষাতত্ত্বের অপর দু-পদ্ধতি, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মূল এবং প্রাথমিক শর্ত।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব

এক ভাষার সংগে আরেক ভাষার তুলনামূলক আলোচনাই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গোড়ার কথা। ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও পদক্রম, বাগর্থবিজ্ঞান, শব্দসম্ভার (Vocabulary) এ সব-কটি-শাখায় ভাগ করে দুটো ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে:

সংস্কৃত	পিতর্	ফারসী	পেদার	(پدر)	ইংরেজী	Father	জার্মান Fater
,,	মাতর্	,,	মাদার	(مدر)	,,	Mother	,, Muder
,,	ভ্রাতর্	,,	বেরদার	(برادر)	,,	Brother	,, Bruder
,,	দুহিতৃ	,,	দুখতর	(دختر)	,,	Daughter	,, Tochter

পণ্ডিতেরা ভারতীয়, ইরানীয় এবং ইয়োরোপীয় ভাষার এ মিল লক্ষ্য করে মনে করলেন যে, এ ভাষাসমূহ একই উৎসজাত। এ মিল থেকেই ইন্দোইয়োরোপীয় মূল-ভাষার (Indo-European Parent Speech) শাখাসমূহ পরিকল্পিত হয়েছে।

শব্দের মিল দেখে প্রথমে তাঁরা অনুমান করেন যে, এসব ভাষাই সম-উৎসজাত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ত্রুটি-মুক্ত নয়। কারণ এসব শব্দ বিভিন্ন ভাষায় কিভাবে উচ্চারিত হতো তা আমাদের জানা নেই। এবং বর্তমানে এই সব শব্দের উচ্চারণ আন্দাজ করে নেওয়ার কোন মাপকাঠিও নেই। অবশ্য সংস্কৃত উচ্চারণের দলিল বা রেকর্ড পাওয়া যায় সর্বপ্রথম পাণিনিতে। ইরানী ভাষার উচ্চারণও নেওয়া যেতে পারে প্রাচীন আবেস্তার ভাষা থেকে। আর প্রাচীন ইংরেজী ও প্রাচীন জার্মান ভাষার মূল পাওয়া যেতে পারে মূল টিউটনিক (Tutonic) ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন নিদর্শনে। কিন্তু আমরা লিখিত রেকর্ড থেকে কি মূল উচ্চারণ হুবহু জানতে পারি? আজকের দিনেও Chomskyর উচ্চারণ চম্‌স্কি, কমস্কি, খমস্কি রূপে পাই; Mazda শব্দটি মাযদা, মাৎস্নদা রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপ আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। কাজেই হুবহু উচ্চারণ না জানা থাকার কারণে Form বা রূপের সঠিক ধ্বনি ও সঠিক উচ্চারণের রূপটি পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম। কাজেই এধরনের আলোচনা অনেকটা অনুমান ভিত্তিক হতে বাধ্য। আর এ রূপ অনুমান-ভিত্তিক আলোচনার মূল্য কতখানি যুক্তিসহ তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তাছাড়া লিখিত রূপের বর্ণের উচ্চারণ সর্বত্র একরূপ নয়, এর প্রমাণ আমরা আমাদের যে কোন জীবিত ভাষা থেকেই পেতে

পারি। একই ভাষার একই কালের বর্ণে ও বানানে এবং উচ্চারণে যখন এতটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তখন একটা মৃত ভাষার উচ্চারণ, ধ্বনি গঠন ও ধ্বনিপদ্ধতি সম্বন্ধে কিভাবে নিশ্চত হওয়া যায়? কাজেই এধরনের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিভূমি দুর্বল হতে বাধ্য।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্র

তা ছাড়া তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বেশীরভাগ উদ্যমই ব্যয় করে শব্দ বা Word নিয়ে। সামগ্রিক ভাষা প্রকৃতি নিয়ে এর আলোচনা খুবই অল্প পরিসরে। এবং যা-ও হয় তার সবটাই লিখিত রূপের তথা বর্ণের ভিত্তিতে। কাজেই কোন একটি বিশেষ শব্দ পৃথিবীর অনেক ভাষায়ই থাকতে পারে। কেবল তার জন্যই সে সব ভাষাকে সম-উৎসজাত মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। ধরা যাক, এ্যাটম (atom) শব্দটি পৃথিবীর অনেক ভাষায়ই পাওয়া যায়। কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে না যে, সে ভাষাগুলোরও মূল একটি ভাষা, অর্থাৎ একভাষা থেকেই সে-সবগুলো ভাষার উৎপত্তি।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ফলশ্রুতি ব্যাপক গবেষণার অভাবে সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর প্রায় তিন হাজারের মতো ভাষার সবগুলো সম্বন্ধে এখনো গবেষণা করা হয়নি। বার্মা, ইন্দোচীন, হিমালয়ের কাশ্মীরী, নেপালী, ভোট ইত্যাদি ভাষা, সাইবেরিয়ার ভাষাসমূহ এবং পৃথিবীর আরো বহু ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয়নি। এসব কারণ বিদ্যমান থাকায় আমেরিকার ভাষাতত্ত্বের জনক ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) বলেছেন, 'সব ভাষা যে একই উৎস থেকে এসেছে, এ বোধ হয় সত্য নয়।' তাই নির্বিবাদে বলা যায়, যদিও ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক তবু এর ভিত্তি অবৈজ্ঞানিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক হলেও উপাদান ভিত্তিক অবৈজ্ঞানিকতা গবেষণার ফলশ্রুতি ত্রুটিমুক্ত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গুরুত্ব

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আধুনিক ভাষাতত্ত্ব এর গুরুত্ব অস্বীকার করে না এবং একে বর্ণনামূলক শাখার বৈজ্ঞানিক আওয়াতায় এনে কয়েক রকমে কাজে লাগায়। প্রথমতঃ একই ভাষার বিভিন্ন স্তরের প্রাপ্ত রেকর্ড অনুযায়ী ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন স্তরের সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। এতে করে ভাষার ইতিহাসও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ একই ভাষার একই স্তরের একই কালের বিভিন্ন উপ-ভাষার তুলনামূলক বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ভাষার একই স্তরের একই সময়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনা। চতুর্থতঃ বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের নানা উপাদানের তুলনামূলক আলোচনা।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কাজ

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একই ভাষার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কালে ধ্বনি, উচ্চারণ, শব্দরূপ, পদক্রম, শব্দসম্ভার ও অর্থ কি ধারায় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার

বিবৃতি থাকে। একই ভাষার বিভিন্ন স্তরে একই সময়ে যে মিল গরমিল ধরা পড়ে তারও বর্ণনা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভাগেই পাওয়া যাবে। আগে গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত এসব পুরোনো ভাষাগুলোর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তুলনা করাই ছিল ভাষাবিদ্‌দের কাজ। এখন একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষারও তুলনামূলক আলোচনা ভাষাতত্ত্বের এ বিভাগের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের সহায়তায় কালের দিক থেকে বিশেষ ভাষার উচ্চারণ, ধ্বনি, শব্দ, পদক্রম ও বাক্যের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

কালস্রোতে ভাষার বিকাশ ও উন্নতি, কালে কালে তার বিভিন্ন পরিবর্তনরীতি এ সব পরিবর্তনের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ কারণ এবং তার ফলাফল ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এই রকম আলোচনা তা সামগ্রিকভাবেই হোক কিংবা কোন নির্দিষ্ট ভাষা সম্প্রদায় এবং ভাষা এলাকা সম্বন্ধেই হোক, তাতে ভাষা বিকাশের কমপক্ষে দুটো স্তরের কিংবা দুটোর বেশী স্তরের আলোচনা থাকা কাম্য।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব আসলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেরই এক রকম ফের। দুটো ভাষার মধ্যে তুলনা না হয়ে একটি ভাষারই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক রূপের আলোচনা করা এর আওতাভুক্ত। কোন ভাষার বিভিন্ন যুগের রূপ (form) গুলোকে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে আলোচনা দ্বারা কাল নির্ণয় করাই এর উদ্দেশ্য। 'বৃক্ষস্য তিন্তিরিং কুন্তীরেন খাদতি' এর সংগে 'রুখের তিন্তিরি কুন্তীরে খাত'। কিংবা 'গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়'-এর রূপের মিলও গরমিল কোথায়; পার্থক্য থাকলে তা কি বিশেষকালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে, না, উপভাষাগত পার্থক্যে সৃষ্টি হয়েছে; তিনটি বাক্য একই ভাষার তিনকালের, না, তিনভাষার এককালের, না, একই ভাষার বিভিন্ন কালের উপভাষার, না বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন কালের কথ্য বা লিখিত ভাষায় বিধৃত এসব বিশদ আলোচনা করে স্থিরীকরণই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কাজ, আর তারই সাহায্যে স্থিরীকৃত হয় ভাষার ইতিহাস।

সংস্কৃত 'ভক্ত' > প্রাকৃত 'ভত্ত' > বাংলায় 'ভাত'। ভাষার এ বিবর্তনের রূপ থেকে সামাজিক ইতিহাসও তৈরী হতে পারে। বহুকিছু উপাদানের সংগে সমাজতত্ত্ব ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের উপরও নির্ভরশীল, আর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এর পরিপূরক। ইতিহাস ছাড়া শব্দের রূপ ও অর্থের সংশয় দূর করা যায় না। ভক্ত>ভত্ত>ভাত—একই শব্দ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। অথচ ভক্ত যখন devotee অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি আলাদা শব্দ এবং একই অর্থে তিনকালেই প্রচলিত ছিল অথবা দুইকালে, একযুগ থেকে আর একযুগ ঋণ নিয়েছে। এসব বিশ্লেষণ এক দিক থেকে ইতিহাসচেতনা সাপেক্ষ, আর একদিক থেকে ইতিহাস প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি বর্ণনামূলক পদ্ধতির সহায়ক

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্ণনামূলক আধুনিক ভাষাতত্ত্বের কাজেও ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা অনেকাংশে সহায়তা করে। ধ্বনিতত্ত্ব ও ভাষার বিবৃতির অন্যান্য শাখার বিচারে রূপের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক চেতনা

অপরিহার্য। নইলে আধুনিক দৃষ্টিতে ভাষা বিচার সম্ভবপর হয় না। সমগ্র ভৌগোলিক চেতনা ও ইতিহাসবোধ আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে অপরিত্যাজ্য-সহায়ক।

বর্ণনামূলক, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব

সংক্ষেপে, বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে ভাষার জীবন্ত রূপের ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও প্রকৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা চলে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে একই কালের বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্নকালের বিভিন্ন ভাষার কিংবা বিভিন্নকালের একই ভাষার স্বরূপের ও প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা চলে। এ পদ্ধতির সাহায্যে কোন ভাষার কোন বিশেষ কালের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সাথে সাথে উৎস নির্ণয়েরও চেষ্টা চলে। আর ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে একই ভাষার বিভিন্ন স্তরের কালগত রূপের বিশ্লেষণ করে ভাষার ইতিহাস নির্মাণের প্রচেষ্টা বিধৃত। তাই বলা হয়েছে, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিভূমি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, আর বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত।

বিবর্তন ও অবিবর্তনমূলক পদ্ধতি

এক্ষেত্রে, অবিবর্তনমূলক বা Synchronic ও বিবর্তনমূলক বা Diachronic পদ্ধতি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সমকালীন বা আধুনিক ভাষা আলোচনা পদ্ধতিরই অপর নাম অবিবর্তনমূলক বা 'সিন্ক্রনিক' ভাষাতত্ত্ব। আর তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা-আলোচনা পদ্ধতিকেই বিবর্তনমূলক বা 'ডায়ক্রনিক' ভাষাতত্ত্ব বলে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সংজ্ঞা নির্ণয়ে এ দুটো পারিভাষিক শব্দের প্রাসঙ্গিক ও ফলপ্রদ সার্থক প্রয়োগ করেছেন ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ ফার্দিনান্দ-দি সসিয় (Ferdinand de-Sanssure)। তিনি সর্বপ্রথম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ভাষা বিশ্লেষণে তুলনামূলক পদ্ধতি মূলতঃ ডায়াক্রনিক আর আধুনিক বিবৃতিমূলক পদ্ধতি সিন্ক্রনিক।

Synchronic ও Diachronic বিবৃতি

Synchronic এবং diachronic শব্দ দুটো সাধারণতঃ পারস্পরিক পার্থক্য বুঝানোর জন্য এ ভাবে ব্যবহৃত হয়। Sychronic সমকালীন বা অবিবর্তনমূলীয় আধুনিক ভাষা বিবৃতি হচ্ছে সে রকম ভাষা সম্পর্কিত বিবৃতি যেখানে ভাষাকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে অপরিবর্তনশীল বলে জোর করে ধরে নিয়ে আত্মনির্ভর যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে আলোচনা করা হয়। আর diachronic বিবর্তনমূলীয় বিবৃতি হচ্ছে সে রকম বিবৃতি যেখানে ভাষার বহু দিনের পরিবর্তনকে দেখানো হয়ে থাকে।

বর্ণনা, তুলনা ও ইতিহাসমূলক পদ্ধতির সম্পর্ক

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব এ দু'শাখার আলোচনা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। আর যেহেতু প্রাচীন ভাষাসমূহের ধ্বনি হুবহু রক্ষিত হয় নাই। সেহেতু সে সব ভাষার আলোচনাও বেশীর ভাগই অনুমান ভিত্তিক; কাজেই দুর্বলও। সে কারণে অধুনা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের উপরই সকলের নজর পড়েছে।

দেখা যাচ্ছে, Diachronic অর্থাৎ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব দুর্বলভিত্তিক এবং Synchronic অর্থাৎ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব-নির্ভর। আর বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের

মূলই হচ্ছে বর্ণনা বা বিবৃতি। এবং সে বিবৃতি ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি যে কোন পর্যায়েই হোক না কেন। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক বা Unit, শব্দ বা Word অথবা অক্ষর বা Syllable-কে যদি ধরা হয়, তা'হলে সে একক থেকে বিশ্লেষণ করারই নীতি অনুসরণ করতে হয়। আর তারই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে ধ্বনিবিজ্ঞানের পরিশীলনীর নিয়মগুলো। ধ্বনিতত্ত্ব বা ধ্বনিবিজ্ঞান বাদ দিয়ে ধ্বনি-বিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভব নয়। তাই ভাষার সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণ যদি করতেই হয়,—আর তা করতে হবেই, কেননা, ভাষার বিশ্লেষণ ছাড়া দেশী বা বিদেশী কোন ভাষা আয়ত্ত করা বা সে ভাষার সৌন্দর্য আবিষ্কার করা কিছুতেই সম্ভব নয়, এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পণ্ডিত বিদ্বান সবারই পক্ষে ভাষার অন্তর্নিহিত রস-স্বরূপের উপলব্ধিও সম্ভব নয়,—তবে ধ্বনিবিজ্ঞানের তথা আধুনিক ভাষাতত্ত্বের দ্বারস্থ হতেই হবে।

আধুনিক ভাষাতত্ত্বের শাখাসমূহ

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব নানা শাখায় বিভক্ত। আধুনিক অর্থাৎ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে ভাষা সাধারণতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে বিবৃতি দেওয়া হয়ে থাকে :

১. ধ্বনিবিজ্ঞান বা Phonetics

২. ধ্বনিতত্ত্ব বা Phonology

৩. ব্যাকরণ বা Grammar

৩.১ রূপতত্ত্ব বা Morphology

৩.২ পদক্রম, বাক্যরীতি বা Syntax

৪. বাগর্থবিজ্ঞান বা Semantics এবং

৫. অভিধানবিজ্ঞান বা Lexicography

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বর্ণনামূলক (Descriptive), **ব্যবস্থাপত্রমূলক** (Prescriptive) **নয়**

বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূল কথা হল, যে কোন একটি ভাষার বিশেষ কালের বিশেষ রূপের বর্ণনা করা, তার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করা। আর তা করতে হলে সে বিশেষ ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে যে কোন একজনের মুখের ভাষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। এভাবে একটা উপভাষার পুঙ্খানু-পুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে সে ভাষার সামগ্রিক বর্ণনা সম্ভব হয়। মানুষের মুখের ভাষা, কথ্য ভাষা যেমনটি ব্যবহৃত হয়, তারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে সূত্র নির্ণয় করতে হয়। এ ধরনের আলোচনায় ভাষার কোন্ নিয়ম, কি বিশেষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্বরূপ (Aspects) ভাষাভাষীর কাছে বিধৃত, তারই কেবল উল্লেখ থাকে। তাই এ ধরনের আলোচনাকে বলা হয় বর্ণনামূলক বা Descriptive।

ভাষায় কি হওয়া উচিত, কি হওয়া উচিত নয়, সে ধরনের ব্যবস্থাপত্র বা Prescription বা বিধি-নিষেধের স্থান এতে নাই। এমন কি কেন এমন হয়, তারও ব্যাখ্যা থাকবে না। বরং কিভাবে ব্যবহার করা হয় তারই ফিরিস্তি ও কানুন থাকে এতে। ভাষায় ব্যবহৃত নানা উপাদানকে একটা বিশেষ সংজ্ঞার মাধ্যমে একটি পদ্ধতির বন্ধনে আবদ্ধ করে যে বিশ্লেষণশাস্ত্র গড়ে ওঠে, তাকেই তখন বলা হয় সে ভাষার ব্যাকরণ।

এক কথায়, ভাষা অনেক পরিমাণে দৈহিক। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ভাষার এ দৈহিক দিকের, তার স্বভাব প্রকৃতি ইত্যাদির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। তাই তাকে বলা হয় বর্ণনামূলক (Descriptive), বিধান বা ব্যবস্থাপত্র (Prescriptive) নয়।

উদাহরণ দিই। বাংলা ব্যাকরণ লেখকগণ ব্যাকরণের সংজ্ঞা দেন : যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায়, তাকে সে ভাষার ব্যাকরণ বলে। আসলে সংজ্ঞাটি এভাবে দেওয়া যেতে পারে : যে শাস্ত্রে বা গ্রন্থে কোন ভাষার প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার ও বিশ্লেষণ থাকে তা-ই সে ভাষার ব্যাকরণ।

প্রচলিত ব্যাকরণে সংজ্ঞা ও বর্ণনামূলক ব্যাকরণের তুলনা

সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যাকরণগুলোতে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় এভাবে : বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। অথচ 'পদ' নামটি দিয়ে বুঝা যায় যে, এতে স্থান, মর্যাদা, অবস্থা ইত্যাদির একটি ক্রম বোঝান হয়েছে। যেমন, আমরা বলে থাকি, তার পদোন্নতি হলো। মানে তার মর্যাদা বা অবস্থার উন্নতি হলো। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ব্যাকরণে তাই বাক্য-মধ্যে বিশেষ শব্দের মর্যাদা বা অবস্থান এবং তার প্রয়োগবিধি ও বিভক্তি দেখে পদ নির্ধারণ করা হয়। যেমন একটা আপিসে বসার জায়গা, ভঙ্গি, কাজের বৈশিষ্ট্য ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখে বিশেষ লোকটির পদ বুঝতে পারি, ঠিক তেমনি বাক্য-মধ্যে বিশেষ শব্দের ব্যবহার, স্থান ও বিভক্তি দেখে সেটি কোন্ শ্রেণীর তা বুঝা সহজ হয়।

কাজেই পদের সংজ্ঞা হতে পারে : প্রাতিপদিক ও ধাতুতে বিভক্তি যুক্ত হলে পদ হয়। ব্যবহৃত বাক্য-মধ্যে স্থান ও ক্রম আর আকৃতি বা রূপ দেখে কোন্ শব্দ কোন্ পদ তা নির্ণয় করা যায়।

এভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর আলোচনাকে উপরে লিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করে থাকেন।

ধ্বনিবিজ্ঞান

ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) শাখায় মুখ, মুখবিবর, দাঁত, তালু, ঠোঁট, কণ্ঠনালী, স্বরতন্ত্রী, নাসিকা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বাক্‌প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা থাকে। আর যে ভাষার বিশ্লেষণ উদ্দেশ্য, সে ভাষার ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ পদ্ধতি, তাদের ব্যবহার ও স্থানভেদে তাদের উচ্চারণের তারতম্য, উচ্চারণের ব্যবহার সঙ্গতি, সন্ধি ও বণ্টন, যতি ও ছন্দোবিন্যাস, এমন কি লিখন পদ্ধতিতে তাদের রূপায়ণ ইত্যাদির যথাযথ আলোচনা থাকে এ বিভাগে। উচ্চারণের স্থান ও রকম এমন কি তাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিরও বিশদ আলোচনা সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত।

বিবৃতি

যেমন 'বক' একটি শব্দ। এটি উচ্চারণ করতে গেলে প্রথম ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ফুস্‌ফুসের তাড়নায় কিছু বাতাস বের হয়ে আসে আর স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, ঠোঁট দুটো ফাঁক হওয়ার সময় গোল হয় যাতে 'অ' উচ্চারণ করার সুবিধা হয় পরে জিহ্বার পশ্চাৎভাগ উপরে নরম তালুতে লেগে বাতাসটাকে আটকে দেয় এবং আগে থাকতেই

স্বরতন্ত্রীর (Vocal cords) অনুরণন বন্ধ করতে হয়, যাতে শেষের দিকে স্পৃষ্টধ্বনি ঘোষ না হয়। পরিভাষায় একে এভাবে বলা যায়: অল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনির বা Unaspirated voiced bilabial Plosive ধ্বনির সংগে অর্ধ বিবৃত পশ্চাৎ-স্বর (যাকে আন্তর্জাতিক ধ্বনি-লিপিতে [ɔ]—এ ভাবে লেখা হয়) এবং অমুক্ত অল্পপ্রাণ অঘোষ কণ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি বা Unreleased unaspirated voiceless velar plosive বা stop।

এতে যদি অন্যান্য কায়দা কৌশল থাকে, যেমন, জোর, শ্বাসাঘাত, স্বরগ্রামের উচ্চতা-নীচতা, থামা ইত্যাদি তাও এ পরিভাষায় বিধৃত হবে।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশ্লিষ্ট বর্ণনাকে যখন গাণিতিক সংকেতে আবদ্ধ করা হয়, তখন তার নাম দেওয়া হয় ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনিবিজ্ঞানে যা বস্তু সম্পৃক্ত বা Concrete, ধ্বনিতত্ত্বে তাই নির্বস্তু Abstract। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এ জগতের নানা পদার্থেরই স্বভাব, গতি, শক্তি ও গুণ নানা সংকেতে ধরা হয়ে থাকে। যেমন অংকশাস্ত্রে ১,২ অথবা $\sqrt{}$ (বর্গমূল), · (দশমিক বিন্দু), + − × ÷ ইত্যাদি চিহ্নগুলোর মাধ্যমে অনেক কিছু বোঝান হয়। ধ্বনিবিজ্ঞান বা Phonetics-এর বিশ্লিষ্ট রূপও সে ধরনের নানা সংকেত ও চিহ্নের সাহায্যে বোঝান হয়। ভাষা-বিজ্ঞানের যে বিভাগে এভাবে জ্যামিতিক, গাণিতিক ও সাংকেতিক উপায়ে ভাষাস্তরের সংহতি বা Synthesis দেখানো হয় তাকে ধ্বনিতত্ত্ব বা Phonology বলা হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানে যাকে নানা কথায় বিশ্লেষণ বা Analysis করা হয়, ধ্বনিতত্ত্বে তাই হয় সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত কতকগুলো সংকেত বা Symbol কিংবা সূত্র বা Formula-র সমষ্টি।

বিবৃতি

উদাহরণস্বরূপ পূর্বোল্লিখিত 'বক' শব্দটিকে ধরা যাক। প্রথম দৃষ্টিতেই দেখা যায় এতে একটা স্পর্শ ব্যঞ্জনবর্ণ, একটা স্বরবর্ণ ও একটা স্পর্শ ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। ব্যঞ্জন-বর্ণকে C এবং স্বরবর্ণকে V ধরা হলে এটিকে CVC এভাবে সাংকেতিক চিহ্নে রূপায়িত করতে পারি। কেবল তাই নয়, স্পর্শবর্ণ, এর ঘোষতা, অঘোষতা, অল্পপ্রাণতা, মহাপ্রাণতা ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাপারই আমরা সংকেতে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এখন প্রশ্ন হবে, এ সব উচ্চাঙ্গ পারিভাষিক রূপায়ণের উদ্দেশ্য কি? এতে করে অনর্থক একটা সহজ বিষয়কে জটিল করে তোলা হচ্ছে না কি? এর জবাব এক কথায় দেওয়া যাবে না। আলাদা একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা যাবে। এখানে শুধু মাত্র এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পানির মতো এমন তরল বস্তুটিকে কেন অত কঠিন করে H_2O করা হয়েছে, একথা কি আমরা ভেবে দেখেছি? বিশেষ একটা স্তর বা Level-এ বিশেষ উদ্দেশ্যে এ করতে হয়। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এ দেশে এখনো রসায়ন বা পদার্থ বিজ্ঞানের মতো অতোখানি ব্যাপক ও গভীর হয়নি, তাই এটা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়। ভাষা-বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এরও প্রয়োজনীয়তা শীঘ্রই উপলব্ধ হবে। পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেই তখন এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হবেন।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের তুলনা

বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের এদুটো শাখাকে একই বিভাগের দুটো স্তর বা পর্যায় মনে করা যেতে পারে।

ব্যাপকতর অর্থে ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই; বিভিন্ন নামে একই বিষয়ের তারা এপিঠ ওপিঠ মাত্র। কিন্তু সূক্ষ্মতর অর্থে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। বাক্‌প্রত্যঙ্গের থেকে শুরু করে ধ্বনির গঠন ও শ্রুতি বিষয়ক যাবতীয় বর্ণনাই সূক্ষ্মতর অর্থে ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ ধ্বনির গঠন, উচ্চারণ ঘটিত বর্ণনা, ধ্বনির শ্রুতি এবং 'শুদ্ধ' উচ্চারণ সম্পর্কে তথ্য-উদ্‌ঘাটন এ বিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ। সেজন্য ভাষার ধ্বনি দেহের প্রাথমিক সোপান নির্ণয়ের ব্যাপারটিও ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এর সহায়তায় ভাষার ধ্বনি সমষ্টির উচ্চারণ পরীক্ষা করে উক্ত ভাষার স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিভিন্ন ধ্বনিমূলের (Phoneme) আবিষ্কার এবং সেগুলোর অবস্থান বিভাগ (distribution) ও যাবতীয় ব্যবহার বিধির বর্ণনা ধ্বনিবিজ্ঞানের পরবর্তী পর্যায় ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) আওতাভুক্ত হতে পারে।

ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিচার

আমেরিকার ধ্বনিতত্ত্ববিদগণ Phonology (ধ্বনিতত্ত্ব) নামটির প্রতি বিশেষ সুপ্রসন্ন নন; তাঁরা এর নামকরণ করতে চান Phonemics (ধ্বনিবিচার)। অবশ্য Phonemics এবং Phonology তেও বেশ কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন পরিবেশে একটি ধ্বনির সম্ভাব্য সব রকমের উচ্চারণ পার্থক্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্বতন্ত্র অর্থ-বোধক মূলধ্বনি নির্ণয় এবং সে-সবের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার এমেরিকার ধ্বনি-বিজ্ঞানীদের মতে Phonemics এর আওতাভুক্ত। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ Phonologyর সীমা এর চাইতেও ব্যাপকতর মনে করেন। একটি ভাষার একটি মূলধ্বনি স্থিরীকরণ ও নির্ণয়করণ ব্যাপারে তার যাবতীয় উচ্চারণ বৈচিত্র্য বিবেচনা করা ছাড়াও সমগ্র ধ্বনিটির অবস্থান ও বিচিত্র রকমের ব্যবহার ও প্রয়োগের ফলে তার নানা রকম পরিবর্তন, বাক্‌প্রত্যঙ্গের আনুষঙ্গিক বা গৌণ ধ্বনিমূল (Secondary Phoneme) সৃষ্টিতে হ্রস্বত্ব-দীর্ঘত্ব, পরিমাণ প্রভৃতি তথ্যের আবিষ্কারও Phonolgy বা ধ্বনিতত্ত্বর বিচার সাপেক্ষ। ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) ও ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) এ ভাবে মূলতঃ একার্থ বোধক হয়েও সূক্ষ্মতর অর্থে, ইয়োরোপীয় ধ্বনিবিজ্ঞানীদের কাছে পৃথক হয়ে গেছে। সে কারণে, বাংলায় ধ্বনিবিজ্ঞানকে ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতিঘটিত জ্ঞান তথা ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বকে ধ্বনির ব্যবহার বিধি বিচার বা ধ্বনিতত্ত্ব নামে অভিহিত করা যেতে পারে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিধি অনুসারে যে-কোন ভাষার ধ্বনি-দেহের সার্বিক বিচারে ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব এ দুটো পরস্পরের পরিপূরক। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের এ দুটো শাখাকে একই বিভাগের দুটো স্তর বা পর্যায় মনে করা যেতে পারে।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণকে দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে: রূপতত্ত্ব বা Morphology ও বাক্যরীতি, পদক্রম বা Syntax। রূপতত্ত্ব বিভাগে পদ ও শব্দ সাধন পদ্ধতি অর্থাৎ পদ ও শব্দ গঠন সম্পর্কিত নিয়মাবলী আলোচিত হয়। এতে সাধিত শব্দ বা পদের ধাতু, প্রত্যয়, অনুসর্গ, উপসর্গ, বিভক্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম অংশ নির্ণীত হয়। সমাস, অব্যয়, নিপাত ইত্যাদির আলোচনাও রূপতত্ত্বেরই প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র।

পদক্রম

পদক্রম, বাক্যরীতি বা Syntax বিভাগে আলোচিত হয় বাক্য-মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও পদ, শব্দ ও পদসমূহের ক্রম বা পারম্পর্য আর বাক্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি। বাক্যের

সংগঠন পদ্ধতি, শব্দের অবস্থান, কারক বিভক্তির অবস্থান ইত্যাদির আলোচনা পদ-ক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

রূপতত্ত্ব

আসলে রূপতত্ত্ব বা Morphology ও পদক্রম বা Syntax একই বিভাগের দুটো স্তর বা পর্যায়। কেননা, শব্দ বা পদের অংশ নিরূপণ বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান, প্রয়োগবিধি ও কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। তাই দুটোকে মিলিতভাবে ব্যাকরণ বলা হয়ে থাকে। অবশ্য সে হিসবে ধ্বনিতত্ত্ব এবং ধ্বনিবিজ্ঞানও ব্যাকরণেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও পদক্রম এ সমুদয়ের পৃথক পৃথক আলোচনা এবং সম্মিলিত ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ দুই-ই প্রয়োজন। এ সবই ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত।

বাক্যতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের স্বরূপ

একথা সত্য যে, ব্যাকরণ বললে ধ্বনি, ধ্বনিতত্ত্ব ,দেশী-বিদেশী শব্দের স্বরূপ নিরূপণ ইত্যাদি সব শুদ্ধ বুঝানো হয়। তাই বলে এরেই সম্পূর্ণ 'ব্যাকরণ' বলে আখ্যায়ত করা যায় না। আবার কেবল পদক্রম বিশ্লেষণেই এর কাজের সমাপ্তি ঘটে না। পদ-ক্রম শব্দটা বাক্য-মধ্যে শব্দের স্থান (Position) নির্ণয় অর্থে প্রযোজ্য। আধুনিক ভাষাতত্ত্বে সবচাইতে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, শব্দ ও ধ্বনির অর্থ-নির্বাচনে তার Position বা পদ নিরূপণ। তাই রূপতত্ত্ব (Morphology) ও পদক্রম (Syntax) এদের একটিকে ছেড়ে আর একটির অস্তিত্বের কল্পনা করা যায় না। চারটি বিভাগই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কেউ কেউ ধ্বনিবিজ্ঞান তারপর ধ্বনিতত্ত্ব, তারপর ব্যাকরণ এভাবে আলোচনায় একটা আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কিন্তু আসলে যেহেতু একটিকে ছেড়ে অন্যটির চলা অসম্ভব, সেহেতু সবগুলোই সমান পদমর্যাদার অধিকারী। এসব বিভাগ উচ্চ-নীচ মর্যাদা স্থির করে না বরং বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এক ধরনের কর্মবিধি মাত্র।

বাগর্থবিজ্ঞান

বাগর্থবিজ্ঞান বা Semantics বিভাগে শব্দ, শব্দ সমষ্টি, বাক্যাংশ ও বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়ে থাকে। অর্থ কখন কি হবে তা সব সময়েই প্রসঙ্গ বা Context of situation-এর উপর নির্ভর করে। কবি যেমন বলেন, যা ঘটে তা সত্য নয়, তেমনি সাধারণতঃ, যার যা অর্থ হয়, তা সব সময় সত্য নয়, অংশত সত্য অথবা উল্টো। এ পর্যায়ে এতদিন যে ধরণের আলোচনা হয়েছে তাতে শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ বা Progression এবং সংকোচন বা Regression-এর উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। দেশ কালের পার্থক্যে অর্থ কখনও ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে আবার কোথাও বা বৃহত্তর সংসার থেকে সংকোচিত হয়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করেছে। যেমন, সিংহ শব্দটির মূল অর্থ সাধারণভাবে একটি পশু, পশুর রাজা ধরা হয়েছে। পরবর্তীকালে এর অর্থ এত প্রসারিত হয়েছে যে বলশালী ব্যক্তিকেও সিংহ বলা হয়; শক্তিশালী জাতকেও সিংহ বলা হয়। তার মানে, যে কোন বিক্রমশালী বীরের গুণাবলী সিংহ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। এমনকি সিংহাসন বললে পরাক্রমশালী লোকটির কথা যতখানি মনে পড়ে, তার চাইতে বেশী মনে পড়ে তার অধিকার ও অস্তিত্বের দিকটি, এমনকি তা যদি ময়ূরের চেহারা সুরত ধারীও হয়।

সেরূপ মুর্‌গ শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় এসে যখন স্থান লাভ করেছে তখন তার মূল অর্থ 'পাখী' থেকে সংকোচিত হয়ে একটি বিশেষ পাখী বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখন আমরা মোরগ বলতে একটা পাখীকে বুঝি, সব পাখীকে নয়। এমনকি এই শব্দটি আমাদের ভাষার স্ত্রী প্রত্যয় -ঈ গ্রহণ করে 'মুরগী' শব্দেরও সৃষ্টি করেছে, যা মূল ফারসীতে অনুপস্থিত।

বাগর্থবিজ্ঞান বিবৃতি

এখনকার দিনে আধুনিক ভাষাতত্ত্বে বাগর্থবিজ্ঞান অর্থের এই পরিবর্তনকেই বিশ্লেষণ করে ক্ষান্ত হয় না বরং এর আভ্যন্তরীণ, সমাজ, সংস্কার, ধর্ম, কর্ম, সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে তার যে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ মানে হতে পারে, তার ব্যাখ্যায় দৃষ্টি দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমি যদি বলি, 'আমি ঢাকা যাব'? তাহলে এর একটা সাধারণ অর্থ লেখার ভাষায় প্রকাশ পায় বটে কিন্তু বলার ভঙ্গির উপর নির্ভর করে ওর বহুধা অর্থ করা যেতে পারে। 'আমি' কথাটিতে জোর দিলে অর্থ হয়: কেবল আমিই যাব, আর কেউ নয়? অথবা আমিই বা কেন যাব আর কেউ যাবে না? অথবা এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, আমাকেই যেতে হবে, তার মানে, আমি যাব না, নিশ্চয়ই যাব না। 'ঢাকা' শব্দটির উপর জোর দিয়ে বললে সাধারণতঃ অর্থ হয় আমি ঢাকা যাব কেন, অন্য কোথাও যাব। অথবা আমি বিশেষ করে 'ঢাকায়' যাব না। তেমনি 'যাব' শব্দের উপর জোর দিয়ে বললে অর্থ হয়, আমার খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই আমি ঢাকা 'যাব'? অথবা আমি ঢাকা 'যাব না' অন্য কিছু করব। বলার ভঙ্গি এবং পরিবেশের সঙ্গতি ও প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে আরও বহুবিধ অর্থ হতে পারে।

বিভিন্ন স্তরে অর্থ

তা ছাড়া বিভিন্ন স্তর বা level-এও অর্থের বিভিন্নতা দ্যোতিত হয়। যেমন, আমি শব্দটির ব্যাকরণ স্তরের অর্থ হল: সর্বনাম, উত্তম পুরুষ, কর্তৃকারক, একবচন, শূন্য বিভক্তি ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'মানের' মানে সবসময় স্থিতিশীল নয়। 'এক' এই কথাটি দ্বারা একও বোঝায় অনেকও বোঝায়। এর অর্থ বিজ্ঞানীর কাছে এক রকম, শিল্পীর কাছে আর এক রকম; মেহনতী শ্রমিকের কাছে এক রকম, বুদ্ধিজীবীর কাছে আর এক রকম; মনিবের কাছে এক রকম, চাকরের কাছে আর এক রকম; এদেশে এক রকম, ও দেশে আর এক রকম; একালে এক রকম, ওকালে আর এক রকম।

অর্থে প্রসঙ্গের স্থান (Context of Situation)

এ সকল দেখেশুনে দর্শনশাস্ত্রের মত ব্যাপক অর্থে বাগর্থবিজ্ঞানকে গ্রহণ করে ভাষা-বিজ্ঞানী এর সম্বন্ধে কূল কিনারা হারিয়ে ফেলেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, অর্থ বলতে যদি কিছু থাকে তাহলে তা বিশেষ পরিবেশের বিশেষ পরিস্থিতি বা প্রসঙ্গটিই। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা অনেক সময়ে হাঁ বলতে না বুঝি, না বলতে হাঁ বুঝি, প্রশ্ন করলে নির্দেশ বুঝি, নির্দেশ করলে আদেশ বুঝি; আর আদেশ করলে প্রশ্ন বুঝি। অতএব যা বুঝাই এবং বুঝি; যে অবস্থায় যে ভঙ্গিতে তা ব্যক্ত করা হয় এবং যে অবস্থা বা ভঙ্গিতে তা শ্রুত হয়, সে বিশেষ অবস্থা, বিশেষ পরিবেশের সহায়তায় এর মূল্যায়ন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে থাকে অর্থ; আর সে অর্থের ব্যঞ্জনা বহু। একথা উপরের আলোচনা থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি। কাজেই শব্দার্থ সম্বন্ধে শেষ কথাও শেষ কথা নয়, কেননা অর্থের ব্যঞ্জনা অশেষ।

অর্থের প্রকার ভেদ-তত্ত্ব শেষ অবধি সামাজিক অর্থও ইঙ্গিতের অর্থকে মেনে নিয়েছে। মানুষের মাথাটা সত্য, কিন্তু চোখের মাথা, এমনকি লেজের মাথা, কিংবা আরো একটু দূরে গেলে বুদ্ধির মাথাও সত্যই। কালি মানেই কালো রংএর তরল বা অপর কোন রূপ। কিন্তু লাল কালি এক বিশেষ বাচ্যার্থ গ্রহণ করেছে। আমাদের ভাষায় একটি অত্যন্ত ভদ্র শব্দ আছে যা অত্যন্ত আনন্দের সংগে সংসর্গ আত্মীয়তা লাভের সহায়ক হয়। আর এ শব্দটিই এতবেশী মাত্রায় অভদ্র তথা অশ্লীল যে, স্থান বিশেষে প্রয়োগ করা মাত্র হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। শব্দটি শ্যালক শব্দের কথ্যরূপ। একারণেই আধুনিক ভাষাতত্ত্ব 'অর্থ' তথা বাগর্থবিজ্ঞানের পরিধি আকাশ পাতাল বিস্তারী মনে করে।

যে পরিবেশ এ পার্থক্য বুঝিয়ে দেবার সহায়ক হয়, তাকে বলা হয় 'অবস্থা নির্দেশক প্রাসঙ্গিকতা' বা Context of Situation।

শব্দ বা প্রকাশ (Expression) কেবল বুদ্ধিগত নয়, হৃদয়গত তাৎপর্য লাভেও সে ধনী। যেমন আকর থেকে সম্পদ আহরণে ভূতত্ত্বের ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক তত্ত্বের প্রয়োগ প্রয়োজন, শব্দ ও 'প্রকাশ'-এর মৌলগুণ ও ব্যবহারিক তাৎপর্য বিচারের প্রশ্নেও তেমনি শব্দার্থ তত্ত্ব তথা বাগর্থবিজ্ঞানের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। একই শব্দ বা Expression সমাজের বিশেষ বিশেষ স্তরে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিবেশের স্বতন্ত্র Context of Situation-এ বা বিশেষ অবস্থায় প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত শব্দটির বিশেষ ভাবে কী অর্থ হতে পারে—এ যাবতীয় তথ্য উদ্ধারই ভাষাতত্ত্বের বাগর্থবিজ্ঞান শাখা বা **Sem**antics-এর পর্যায়ভুক্ত।

ভাষা বিশ্লেষণের পূর্ববর্তী স্তর ও পরবর্তী স্তর

কেউ কেউ মনে করেন, ধ্বনিবিজ্ঞান বা Phonetics হলো ভাষা বিশ্লেষণের পূর্ববর্তী স্তর বা Pre-linguistics। আর বাগর্থবিজ্ঞান বা Semantics হলো ভাষা বিশ্লেষণের পরবর্তী স্তর Post Linguistics। তাঁদের মতে কোন ভাষা বিশ্লেষণে ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) ও বাগর্থবিজ্ঞান (Semantics) ভাষা বিশ্লেষণের 'অন্তর্ভুক্ত' স্তর নয়, বরং 'বহির্ভূত' স্তর। কিন্তু এসব আলোচনার জায়গা এ নয়।

অভিধানতত্ত্ব

অভিধানতত্ত্ব বা Lexicography পর্যায়ে বিশেষ ভাষার শব্দ সম্ভার আর তার বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি অনুযায়ী শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তার প্রয়োগ বিধি এবং সাধারণ অর্থের বিভিন্নতা আলোচিত হয়। এতে দেশী বিদেশী শব্দের বিভাগ, আঞ্চলিক, কথ্য, লেখ্য প্রভৃতি রীতির প্রভেদ এবং সে অনুযায়ী এর ব্যবহারের উপযুক্ততা নির্দেশ এ বিভাগের আলোচ্য।

অভিধান এক ভাষার, দুই ভাষার, তিন ভাষার এমন কি বহু ভাষারও হতে পারে। সংকলক তার কাজের সুবিধা অনুযায়ী প্রাথমিক বর্ণাদিক্রমে অথবা শব্দের পদ পরিচয়ক্রমে শব্দ সম্ভারকে ভাগ করে নিতে পারেন। বিষয় অনুযায়ীও ভাগ করা চলে। যেমন, বিজ্ঞানের অভিধান, রসায়নশাস্ত্রের অভিধান, ভেষজশাস্ত্রের অভিধান, সাহিত্যের অভিধান, এমনকি কবিতার অভিধান ইত্যাদি। কেউ ইচ্ছা করলে ভাষার শব্দ সম্ভারকে বিশেষ্য বিশেষণ ইত্যাদি ক্রমেও সাজাতে পারেন। আবার দেশী বিদেশী,

দেশী বিকৃত-অবিকৃত, বিদেশী বিকৃত-অবিকৃত ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে অভিধান সংকলন করা যেতে পারে। দ্বিভাষিক ত্রিভাসিষিক অভিধানে একই নিয়মে আলোচ্য ভাষাগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করে নানাভাবে শব্দার্থ, প্রতিশব্দ, অনুবাদ, শব্দ ও বাক্যাংশের উদ্ধৃতিসহ প্রয়োগবিধি আলোচনা করা হয়ে থাকে।

উপসংহার

যে-কোন ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণে এ নিয়মে বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়। এ ধরনের আলোচনায় যে কোন ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতি এমন নিখুঁতভাবে বিশ্লিষ্ট হয় যে, প্রত্যেকটি ভাষার স্বাতন্ত্র্য কেবল ভাষা-বিজ্ঞানীর কাছেই নয়, সাধারণের কাছেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষার আশ্চর্য ক্ষমতা এবং সমাজ জীবনে তার অদ্ভুত প্রভাব ও প্রতি-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আসল উদ্দেশ্য।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব শাখায় ভাষার উচ্চারণীয় (Articulary) ও শ্রুতিগত (Acoustic) দিকের বিশ্লেষণ করে রূপতত্ত্ব (Morphology) ও বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) শাখার বিশ্লেষণ করা হয়; কিংবা এ ক'টি শাখাই এক সংগে আলোচনা করা চলে। কারণ ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণ না করে যেমন পদক্রম ও রূপতত্ত্বের আলোচনা সম্ভব নয়, তেমনি রূপতত্ত্ব ও পদক্রম বিশ্লেষণ না করে ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনাও সম্পূর্ণ হয় না।

বাগর্থবিজ্ঞান বা অর্থতত্ত্ব (Semantics) এবং শব্দসংগ্রহ বিজ্ঞান বা অভিধানতত্ত্বও এভাবেই বিশ্লিষ্ট হয়, যাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের অর্থ বোধগম্য হয়। বক্তার উদ্দেশ্য ভাষার সাহায্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা। আর তা সার্থকভাবে সম্ভব হয় যথাবিহিত বাক্‌বিধি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষা-গঠন তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়োগ বিধান পরিশীলনীতে। অভিধান সংকলন-বিজ্ঞান একদিকে শব্দ, রূপ, বাক্য, ও ধ্বনি গঠনের বিশদ বিবরণ দিতে পারে। অপর দিকে নির্দিষ্ট অর্থের দিকেও অঙ্গুলী নির্দেশে ভাষাবিদের বিশ্লেষণ এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়।

ভাষা বিশ্লেষণে এ সব শাখারই যথা বিহিত পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ভাষা-মধ্যস্থ বিধিসম্মত নিয়মগুলো আবিষ্কারে সহায়ক হয়। সেজন্য ভাষাতাত্ত্বিককে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সবগুলো ব্যাপার সমানভাবে বিবেচনা করে, কোনটিকে বেশী গুরুত্ব বা কোনটিকে কম গুরুত্ব দিয়ে নয়, বরং সব ক'টি শাখার বিধানগুলোকে সমান গুরুত্ব সহকারে আলো-চনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। আর সে সিদ্ধান্তই একটি-ভাষার প্রকৃত দেহ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হবে। এবং তাতেই অনুসন্ধিৎসু পাঠক একটি ভাষাভাষী জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে তাঁর জ্ঞান-পরিধির বিস্তারের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পাবে।